দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...3-0 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ ...

২০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনী ঃ শ্বাসরোধী পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ....

শহীদুল ইসলাম বাচ্চু

বাহ্যত শান্তিপূর্ণ। কার্যত ভয়ংকর। এই দুঃসহ পরিস্থিতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের। দীর্ঘদিন থেকে। প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ, জীবনের উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ আর শিল্প-সংস্কৃতির স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা এখানে বাধাগ্রস্ত এবং ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা অনুপস্থিত। দৃশ্য-অদৃশ্য এক অশুভ শক্তির আরোপিত 'নিয়ম-কানন' ও শেকলে বন্দী সর্বোচ্চ এই বিদ্যাপীঠটির মুক্ত মনের ১২ হাজার তরুণ-তরুণী এবং তাদের সকল কর্মকান্ড। পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে যেন কবরের মৌনতা। ধর্মান্ধ উগ্র ও শ্বাপদ ঐ চক্রটির নিত্য '' মৌখিক-মানসিক-আগ্নেয়'' রকমারি হুমকির কারণে ক্যাম্পাসে শিল্প, সংস্কৃতি ও নাট্য কর্মকান্ড একপ্রকার নিষিদ্ধ। ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১লা বৈশাখ শুভ বাংলা নববর্ষ, ১৫ই আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস, নজরুল জয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী ইত্যাদি দিনগুলো এখানে পালিত হয় না। 'হয় না' না বলে বলা উচিত 'হতে দেয়া হয়না।'

তবু যৌবনের ধর্ম বাঁধ ভাঙ্গন। শৃংখল উপড়ে ফেলা। সকল অশুভ কৃষ্ণ শক্তির বিরুদ্ধে দ্রোহ, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়া। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শ্বাসরোধী বাস্তবতার মধ্যেও সম্প্রতি ঘটে গেছে দু' দুটো সাড়া জাগানো ঘটনা। এক র‌্যাগ ডে এবং দুই প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র সৌখিন আলোকচিত্রী জসিম উদ্দিনের একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। এ দু'টো আয়োজনই যেন ছিল সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা এবং অন্ধকারের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবান উপস্থিতি এর উজ্জ্বল প্রমাণ। শ্মশানের মতো আরোপিত এক শান্তিপূর্ণ(!) পরিবেশে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলো ওরা সবাই।

র‌্যাগ-ডে একটি সাংবাৎসরিক আয়োজন। তাই ওটি নিয়ে আলোচনা আপাতত থাক। আলোচিত্র প্রদর্শনীটি ছিলো গুণে মানে ও চরিত্রে ব্যতিক্রমী, অভিনব। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম। ২৬ থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এই প্রদর্শনী। চাকসু ভবনে প্রদর্শনী দেখার জন্য প্রতিদিনই বিপুল দর্শনার্থী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা, কর্মচারীর সমাগম হয়েছিল। মুগ্ধ চোখ বুলিয়ে গেছেন, তারা জসীমের ক্যামেরায় তোলা সাদা-কালো, রঙীন চমৎকার ছবিগুলোতে। প্রদর্শনীর শিরোনামটিও ছিল প্রশংসা করার মত ''হৃদয়ে বাংলাদেশ।'' উপাচার্য রফিকুল ইসলাম চৌধুরী ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

''হৃদয়ে বাংলাদেশ'' প্রদর্শনীতে মোট ৫০টি আলোকচিত্র স্থান পায়। এর মধ্যে ১৯টি গত বছরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়—জলোচ্ছ্বাসের, ১৯টি প্রাকৃতিক দৃশ্যের এবং বাকি ১২টি নব্বইয়ের গণআন্দোলন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর। এসব আলোচিত্রে বাংলাদেশের জনজীবনের নিবিড় সম্পর্কটি সহজেই ধরা পড়ে। ইতিহাসের বিভিন্ন চড়াই উৎরাই, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবনের চাওয়া-পাওয়া, টানাপোড়েন, ঘাত-প্রতিঘাত সবকিছুরই মূর্ত কিংবা বিমূর্ত প্রতিফলন ঘটেছে সৌখিন জসীমের নিপুণ ক্যামেরায়।

'আর্তনাদ' 'মৃত্যুর মিছিল' 'বন্ধন চিরদিন' 'ভোজ' ইত্যাদি শিরোনামের ছবিগুলোতে ফুটে ওঠেছে প্রকৃতিদানবের ভয়াবহ নির্মমতা কিংবা জীবন-সংগ্রামের চিরন্তন দৃশ্য। দর্শকের মানসপটে নতুন অভিঘাতের সৃষ্টি করে এসব চিত্র। 'চল দুর্জয় প্রাণের আনন্দে' ছবিতে প্রতিবাদ হয়েছে স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনের একটি মুহূর্ত। ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল দৃষ্টিনন্দন শহীদ মিনারটি, যার চিত্রবহন করছে, 'শত্রুর কাছে নয়, প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ। কর্তৃপক্ষীয় অবহেলার কারণে দেড়বছর আগে নেতিয়ে পড়া সুউচ্চ এই মিনারটি এখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। জসীম কী এই ছবির মাধ্যমে সেই 'উদাসীনতা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন? আমার তো মনে হয়, হ্যাঁ, তাই। অন্য ছবিগুলোও কমবেশি দর্শকদের মেধা মননে নতুন অনুভূতি ও চিন্তার উদ্রেক করতে বাধ্য।